জেএসসি পরীক্ষায় এমসিকিউ থাকছে

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , সোমবার, ২৮ মে ২০১৮

আগামী জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এমসিকিউ (বহু নির্বাচনী প্রশ্ন) বহাল থাকছে। তবে কয়েকটি বিষয় কমানো ও প্রশ্নের মান বণ্টনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগামী ৩১ মে আরও একটি সভা করবে এনসিসিসি।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এনসিসিসির সভাশেষে এ তথ্য জানান ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল কারিকুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটির (এনসিসিসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। পদাধিকার বলে শিক্ষাসচিব এই কমিটির সভাপতি।

পাঠ্যবই, কারিকুলাম ও সিলেবাস এবং পাবলিক পরীক্ষায় যেকোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার এখতিয়ার এনসিসিসি'র গতকালের সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য (শিক্ষাক্রম) এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের

মহাপরিচালক এবং সবগুলো শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অংশ নেন।

সভা শেষে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘বিষয় ও নম্বর বণ্টনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে আরেকটি বৈঠক হবে। জেএসসি ও জেডিসিতে এমসিকিউর বিষয়ে আগের সিদ্ধান্তই বহাল। এসএসসি ও এইচএসসিতে এমসিকিউ বন্ধ করতে হলে নানাদিক চিন্তা করতে হবে। এটা একান্তই আমার নিজস্ব মতামত।’

সম্প্রতি পরীক্ষার হলে এমসিকিউ অংশের উত্তরসহ সমাধান সরবরাহ এবং প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে এমসিকিউ বাদ দেয়ার সুপারিশ করে সরকার গঠিত একাধিক তদন্ত কমিটি। এসব সুপারিশের আলোকে এমসিকিউ বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই চলতি শিক্ষাবর্ষের অর্ধেক সময় চলে যাওয়ায় আগামী নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় এমসিকিউ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এনসিসিসি।

এর আগে সম্প্রতি আন্তঃশিক্ষাবোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি জেএসসির পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর কমানোর প্রস্তাব দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ৭টি বিষয়ে ৬৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও একমত পোষণ করে।

বর্তমানে চতুর্থ বিষয়সহ ১০টি বিষয়ে মোট ৮৫০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী,

জেএসসিতে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র মিলে ১০০ নম্বরের একটি পরীক্ষা এবং ইংরেজিতেও দুই পত্র মিলে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এখন দুই পত্রের জন্য দুটি পরীক্ষা হয়, দুটি পত্র মিলিয়ে মোট নম্বর থাকে ১৫০। প্রস্তাব অনুযায়ী চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষা এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। তবে গণিত, ধর্ম, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের পরীক্ষা আগের মতো আগের নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষা সচিব গতকাল নম্বর ও বিষয় কমানোর ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, নম্বর ও বিষয় কমলে সিলেবাসও কমবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হলে যদি ১৫টি প্রশ্ন পড়তে হতো, সেখানে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হলে হয়তো ১০টি প্রশ্ন পড়তে হবে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের চিন্তার কোন কারণ নেই। শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কমানো হবে।